



81949 - কখন গোসল করা ওয়াজবি; আর কখন গোসল করা মুস্তাহাব?

প্রশ্ন

স্বপ্নদোষের পর কি গোসল ওয়াজবি? নাকি কবেল (যটোন) মলোমশোর পর? কোন কোন অবস্থায় গোসল করা ওয়াজবি
কথিবা কোন কোন অবস্থায় মুস্তাহাব?

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

যে সকল অবস্থায় গোসল করা ওয়াজবি:

বীর্য নরিগত হওয়া।

দুই লজ্জাস্থান মলিতি হওয়া।

হায়যে (ঋতুস্রাব)।

নফিস (প্রসবোত্তর স্রাব)।

যে সকল অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব:

মানুষের জমায়তের স্থানে (যাওয়ার পূর্বে)।

শরীরের গন্ধ বদলে গেলে।

কিছু ইবাদতের সময়ে, যমেন: ইহরামের জন্য গোসল করা।

যে সকল অবস্থায় গোসল আবশ্যক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদে রয়েছে:

মৃত ব্যক্তির গোসল।

মৃত ব্যক্তিকে গোসলদানকারী ব্যক্তির গোসল।

জুমার গোসল।

ইসলাম গ্রহণের সময় কাফরের গোসল।



প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

গোসল করা কখনো ওয়াজবি, আবার কখনো মুস্তাহাব। আলমেগণ এই সমস্ত অবস্থা উল্লেখ করছেন। আলমেদরে বক্তব্যগুলোকে তিনি ভাগে ভাগ করা যায়:

গোসল ওয়াজবিকারী মতকৈয়পূর্ণ বশিয়াবলি:

এক: গোসল ওয়াজবি করে এমন যো সমস্ত বশিয়ে মতকৈয় রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে:

- বীর্য নরিগত হওয়া; এমনকি সটো সহবাস ছাড়া হলওে।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৩১/১৯৫)-তে এসছে: ‘ফকীহরা একমত যো বীর্য নরিগত হওয়া গোসল ওয়াজবি হওয়ার অন্যতম কারণ। বরং ইমাম নববী এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেন। এক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মাঝে কথিবা ঘুমন্ত অবস্থা বা জাগ্রত অবস্থার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। এর সপক্ষে দলীল হচ্ছে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, তিনি বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “কবেল পানি (বীর্য) থেকে পানি (গোসল) (আবশ্যক) হয়।” [হাদীসটি মুসলিম (৩৪৩) বর্ণনা করেন] এর অর্থ হচ্ছে যমেনটি ইমাম নববী বর্ণনা করছেন: সবগে নরিগত পানি তথা বীর্যের কারণে গোসল আবশ্যক হয়। [সমাপ্ত]

- দুই লজ্জাস্থান মলিতি হয়ে পুরুষের লঙ্গিরে অগ্রভাগ নারীর লঙ্গিরে ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেই গোসল আবশ্যক হবে; যদিও বীর্য নরিগত না হয়।
- হায়যেরে (ঋতুস্রাবের) পর।
- নফিসেরে (প্রসবোত্তর স্রাবের) পর।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (৩১/২০৪)-তে এসছে: ‘ফকীহরা একমত যো হায়যে ও নফিস গোসল ওয়াজবিকারী বশিয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইবনুল মুনযরি ও ইবনে জারীর আত-ত্বাবারী ও অন্যান্যরা এ প্রসঙ্গে ইজমা তথা ঐকমত্য বর্ণনা করছেন। হায়যেরে ফলে গোসল ওয়াজবি হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ



“তারা তোমার কাছে হয়ে (মহিলাদের ঋতুস্রাব) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বলো, সটো কষ্টদায়ক (সঙ্গমের ক্ষেত্রে)। অতএব, হয়ে (মহিলাদের ঋতুস্রাব) তোমরা নারীদেরকে পরিত্যাগ করো (হয়ে (মহিলাদের ঋতুস্রাব) স্থান পরিত্যাগ করো) এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে যোগো না (তাদের সাথে সঙ্গম করো না)। যখন তারা পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ যত্নে দর্শন দিয়েছেন সত্বে তাদের কাছে যত্নে পারবে (সঙ্গম করত পারবে)।”[সূরা বাকার: ২২২][সমাপ্ত]

কখন গোসল করা মুস্তাহাব; আর কখন ওয়াজবি?

দুই: যে সমস্ত অবস্থায় গোসল করা ওয়াজবি না হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে; বরং গোসল করা মুস্তাহাব:

- গণ জমায়তের স্থানে। এর জন্য গোসল করা মুস্তাহাব:

ইমাম বাগাভী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘যনি মানুষের সাথে সমবেত হতে চান তার জন্য গোসল করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব।’

এমন সমাবেশের মধ্যে রয়েছে: দুই ঈদে গোসল। ইমাম নবী রাহিমাহুল্লাহ আল-মাজমূ (২/২৩৩) গ্রন্থে বলেন: ‘সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যেকের জন্য এটি সুন্নাহ। হোক সে পুরুষ, নারী বা শিশু। কারণ এই দিনে গোসল করা হয় সাজসজ্জা হিসেবে। আর এরা সবাই সাজসজ্জা করার উপযুক্ত।’[সমাপ্ত]

এর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত হবে: সূর্যগ্রহণের নামায, বৃষ্টিপ্ররথনার নামায, আরাফায় অবস্থান, মাশআরুল হারামে অবস্থান, আইয়ামে তাজরীকে পাথর নিক্ষেপে প্রভৃতি ইবাদতকেন্দ্রিক বা প্রথাকেন্দ্রিক গণজমায়তে উপলক্ষে গোসল করা।

- শারীরিক পরিবর্তন ঘটলে। শাফরী ফকীহ আল-মাহামলী বলেন: যে সকল অবস্থায় শারীরিক পরিবর্তন ঘটে এর প্রতিটিতে গোসল করা মুস্তাহাব।

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: ফকীহদের বক্তব্য অনুযায়ী পাগল ও অজ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান ফরিলে তাকে গোসল করানো মুস্তাহাব হওয়া। এছাড়া শঙ্কিগা লাগানোর পরে, হাম্মামে ঢোকোর পরে গোসল করা প্রভৃতি। কেননা গোসল শরীরে লগে থাকা বস্তু দূর করে শরীরকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।[দখুন: আল-মাজমূ (২/২৩৪, ২৩৫)]

- কিছু কিছু ইবাদতের সময়ে। যমেন: ইহরামের জন্য গোসল করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামের জন্য সলোইকৃত কাপড় খুলে লুঙ্গা ও চাদর পরনে এবং গোসল করেন।[হাদীসটি তিরমিযী (৮৩০) বর্ণনা করেন] তাওয়াফে যিয়ারা, বদায়ী তাওয়াফ এবং কদররে রাতের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি ফকীহরা উল্লেখ করেছেন। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় প্রবেশে করলে গোসল করতেন। তিনি বলতেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি



ওয়াসাল্লাম এমনটুকিরতনে।[হাদীসটি বুখারী (১৪৭৮) ও মুসলিম (১২৫৯) বর্ণনা করেন]

গোসল ওয়াজবিকারী মতভেদেপূর্ণ অবস্থাসমূহ:

তনি: য়ে সমস্ত ক্ষত্রেগে গোসল করার ব্যাপারে মতভেদে রয়েছে এবং অগ্রগণ্য মত্রে উল্লেখসহ:

- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া:

অধিকাংশ আলমে একমত য়ে মৃত্যুবরণ গোসলকে ওয়াজবিকারী। দলিল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ময়ে মারা যাওয়ার পরে তনি বলছেন: ‘তোমরা তাকে তনি বা পাঁচ বা এর চয়ে বশেবার গোসল করাও।’[হাদীসটি বুখারী (১২৫৩) ও মুসলিম (৯৩৯) বর্ণনা করেন]

- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার কারণে গোসল করা:

এ প্রসঙ্গে বর্ণতি হাদীসরে বধিান প্রসঙ্গে মতভিন্নতার ফলে আলমেরা উক্ত বধিানরে ব্যাপারে মতভেদে করছেন। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: ‘কটে যদি কোনো মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় সে যনে গোসল করে।’[হাদীসটি ইমাম আহমদ (২/৪৫৪), আবু দাউদ (৩১৬১) ও তরিমযী (৯৯৩) বর্ণনা করেন। তনি বলেন: এটি হাসান হাদীস। ইমাম আহমদ থেকে ‘মাসাইলু আহমদ লি-আবি দাউদ’ গ্রন্থে বর্ণতি, তনি বলেন: এ প্রসঙ্গে কোনো হাদীস প্রমাণতি নয়।]

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমাহুল্লাহ ‘আশ-শারহুল মুমতী’ (১/৪১১) গ্রন্থে বলেন: ‘মুস্তাহাব হওয়ার মতটি মধ্যমপন্থী ও সঠিকি হওয়ার নকিটবর্তী মত।’[সমাপ্ত]

- জুমার গোসল:

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ (২/২৩২) গ্রন্থে বলেন: ‘অধিকাংশরে মতে এটি সুন্নাহ। সালাফদেরে কারো কারো মতে, এটি ওয়াজবি।’[সমাপ্ত]

সঠিকি মত হচ্ছে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়ার বাছাইকৃত মত। ‘আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা’ (৫/৩০৭) গ্রন্থে তার বক্তব্য: ‘যার শরীররে ঘাম অথবা দুর্গন্ধ থেকে অন্য কটে কষ্ট পায় তার জন্য জুমার দনি গোসল করা ওয়াজবি।’

- কাফরে ব্যক্তি মুসলিমি হলে:

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহযিয়া (৩১/২০৫-২০৬)-তে এসছে:



‘মালকৌ ও হাম্বলীরা মনে করেন যে কোন কাফরেই ইসলাম গ্রহণ করা তার উপর গোসল করাকে ওয়াজবিয়ারী। তাই কোন কাফরে ইসলাম গ্রহণ করলে তার উপর গোসল করা ওয়াজবি হয়ে যায়। এর দলীল হচ্ছে:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সুমামা ইবনে আসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘তোমরা তাকে নিয়ে অমুকরে বাগানে গিয়ে তাকে গোসল করতে বলো।’

কাইস ইবনে আসমে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পানি এবং বরই পাতা দিয়ে গোসল করার নির্দেশ দেন।

তাছাড়া কাফরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপবিত্র (জুনুবি) অবস্থায় থাকে। তাই উক্ত সম্ভাবনাকে প্রকৃত অবস্থার স্থলে স্থান দেওয়া হয়েছে। যমেনভাবে ঘুমের কারণে এবং দুই লজ্জাস্থান মলিতি হওয়ার কারণে গোসল আবশ্যক হয়।

হানাফী ও শাফয়ীরা মনে করেন যে কাফরে ইসলাম গ্রহণ করলে এবং জুনুবি অবস্থায় না থাকলে তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কারণ এমন বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে যাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসলের নির্দেশ দেননি। তবে যদি কাফরে জুনুবি অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার জন্য গোসল করা ওয়াজবি। ইমাম নববী বলেন: শাফয়ী এমনটি বলছেন আর তার অধিকাংশ সাথী এতে একমত পোষণ করছেন।’

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহ ‘আশ-শারহুল মুমত’ (১/৩৯৭) গ্রন্থে বলেন: ‘নিরাপদ মত হচ্ছে গোসল করা।’[সমাপ্ত]

আরও বিস্তারিত জানতে (83172, 292730 , 105360 , 6962, 7529) নং প্রশ্নের উত্তরগুলো পড়ার অনুরোধ রইল।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।